বরেন্দ্রভূমি

বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধান

ধনঞ্জয় রায়

পুনশ্চ

॥ ভূমিকা ॥

বরেন্দ্র ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন নাগরিক সভ্যতার জয়গান দেশবিদেশের পুস্তকে, লোকের মুখে, হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্র শোনা যায়। এই ভূ-ভাগের সভ্যতা-সমৃদ্ধ প্রাচীন কীর্তিকথা, বিস্তৃত অজ্ঞাত সমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য, উপাদান সুদূর অতীতেও য়ুয়ান-চুয়াং থেকে বিভিন্ন পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে যেমন পরিলক্ষিত হয়েছে, এই সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণ অনুরাগী ও গবেষকদের কাছেও আজ আদরণীয়। বরেন্দ্রভূমির এই পরিপ্রেক্ষিত পরিচিতজনদের কাছে চাঞ্চল্য সৃষ্টির খোরাক জোগায়।

বরেন্দ্রীর নানা প্রান্ত সুদূর পাবনা, বগুড়া, রাজশাহি, রংপুর, পূর্ব দিনাজপুরসহ অন্যান্য সমুদয় পরিসর প্রত্নবিদ্যার সুবাদে দেখা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্যাদি সংগ্রহ করার সুযোগ পাই। সেইসব অভিজ্ঞতার পরিণতি অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগে 'বরেন্দ্রভূমি : বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধান' এই পুস্তক রচনার প্রয়াস।

ইউরোপীয় বিদ্যাপথিকদের হাত ধরে বরেন্দ্রভূমির পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সূত্রপাত। বিদেশীয় বিদ্বানরা কেবলমাত্র বরেন্দ্রভূমিই নয় সমগ্র ভারতবর্ষকেই প্রত্নানুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে দেখেছিলেন। শুধু প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসই নয়, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, লোকসংস্কৃতি, ভূতত্ত্ব, সমস্ত কিছুই ছিল তাঁদের গবেষণা ও সমীক্ষার অঙ্গীভূত। ইউরোপীয়দের এই প্রত্নতাত্ত্বিক ভালোবাসা উনিশ শতকের শিক্ষিত মানুষদের যে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতিরও বীণ বাজিয়েছিলেন বিদেশীরাই। উনিশ শতকের বনুর্ফ, ক্রিশ্চিয়ান, লাসেন, বপ, ম্যাক্সমুলারের মতো পণ্ডিতেরা। ইউরোপের বিদ্বজ্জন মহলে এঁরাই ভারত ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ জন্মিয়েছিলেন। বিদেশে শিক্ষারত ভারতীয় ছাত্র, এদেশের ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত বিদেশীরা এঁদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি পড়ে যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনিই উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষিত ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার উপাদান হিসেবেও এর প্রভাব কাজ করেছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে (বিশ শতকের গোড়ায়) জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার কাজ শুরু হয়।

বরেন্দ্রভূমির প্রত্নচর্চা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দুরূহ কাজ সম্পাদন করেছিলেন স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। তিনি বরেন্দ্রীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রত্নস্থান ও পুরাতাত্ত্বিক সৌধসমূহর তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, যা এই বিভাগের প্রত্ন অনুশীলনের ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কানিংহামের উদ্যোগে এই সময় সরকারিভাবে

প্রথম প্রত্নাবশেষ রক্ষার সূচনা হয়; পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দপ্তর ব্যাপক অনুসন্ধানেরও সূত্রপাত করেন।

বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার সূত্র বাঙালি বিদ্বজ্জনদের হাতে উন্মোচিত হয়েছিল উনিশ শতকের ষাটের দশকে থেকে। এই সময় বগুড়ার কালীকমল সার্বভৌম লেখেন 'বগুড়া বৃত্তান্ত' (১৮৬১), রাজশাহির 'হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা' (১৮৬৬), দিনাজপুর পত্রিকা (১৮৮৫) প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ তৈরি করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার প্রবল স্রোতোধারা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহি ও মালদায় সূত্রপাত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে দিনাজপুরে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রাজশাহিতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শরৎকুমার রায়; রঙ্গপুরে রাজা মহিমারঞ্জন রায়, সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরি, জমিদার গোপাললাল রায়, মালদহতে রজনীকান্ত চক্রবর্তী, রাধেশচন্দ্র শেঠ, বগুড়ায় প্রভাসচন্দ্র সেন, অমৃতনারায়ণ আচার্য, যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য, পাবনায় জমিদার প্রসন্ননারায়ণ রায়, এম.এ. সিদ্দিক প্রমুখ অসামান্য প্রতিভাবান ইতিহাস অন্বেষক ও অনুরাগীরা বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস ও প্রত্ন অন্বেষণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং এইভাবেই বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস ও পুরাকীর্তি চর্চার ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায়।

বরেন্দ্রভূমি থেকে পাওয়া অজস্র মূর্তি, স্তম্ভলেখ, শিলালেখ এবং তাম্রশাসনের ওপর নির্ভর করে বাংলার ইতিহাস অনেকেই লিখে রেখে গেছেন। পরবর্তীকালে নতুন নতুন শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং তার পাঠোদ্ধারের পর আবার পূর্ববর্তী বেশ কিছু সিদ্ধান্তে নতুন আলোকপাত ঘটেছে। ঐতিহাসিকরাও এই ভূভাগ থেকে পাওয়া নবাবিষ্কৃত তথ্যাবলির যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, এ আমাদের শ্লাঘা।

বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বগুড়ার মহাস্থানগড়ের প্রস্তর ফলক ঐতিহাসকদের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। এর পূর্বদিকে পূতসলিলা করতোয়া নদী বহমান। অপর তিনদিকে প্রায় চারমাইলব্যাপী বিভিন্ন আয়তনের ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীন যুগে বিশেষত মৌর্য আমলে এই অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধশালী জনপদে পরিণত হয়েছিল। এখানে মেঢ়, স্কন্দের ধাপ, ভাসুবিহার, বলাই ধাপ, কানাই ধাপ, মঙ্গলনাথ ধাপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাস্থানগড় খননে নানা স্থান থেকে মুদ্রা, মূর্তি, অজস্র শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বরেন্দ্র সংলগ্ন পাহাড়পুরের বিশাল মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল অতুলনীয়। খননকার্যে পাহাড়পুর বিশাল বৌদ্ধ বিহারের মন্দির গাত্রে বৈচিত্রপূর্ণ কারুশিল্পে গুপ্তযুগের শেষ এবং পালযুগের আদি অবস্থায় বঙ্গবাসীদের যে শিল্প প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছিল তারই পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। প্রস্তর ভাস্কর্য ও টেরাকোটা শিল্পকলার অজস্র নিদর্শনে ভরপুর পাহাড়পুর। অনুরূপ অপর দৃষ্টান্ত বাণগড়। পুনর্ভবা নদী এর পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গেছে। বাণগড় খননে পাঁচটি যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন

সময়ের পুরাবস্তু, মূর্তি, রুপো ও তামার কার্ষাপণ, পোড়ামাটির ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত শিলিং, চকমকে কালো মৃৎভাণ্ড, শঙ্খ-পদ্মচিহ্ন যুক্ত মৃৎপাত্র ইত্যাদি অতীতকালের প্রত্নসামগ্রীর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলমান যুগের নানান পুরা নিদর্শন এখান থেকে পাওয়া গেছে। বরেন্দ্রীর অন্যান্য প্রত্নস্থল খননে প্রাপ্ত, এইরকম অজস্র প্রত্নবস্তুর মূল্যবান সম্ভার রত্নপ্রাচুর্য বরেন্দ্রীর সভ্যতাজনিত উৎকর্ষতারই প্রাণপ্রেতি।

বরেন্দ্রভূমির সমৃদ্ধ জেলাগুলির অন্যতম পাবনা (করতোয়া নদীর পশ্চিম অংশ) রাজশাহি, বগুড়া, রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর। রাজনৈতিক জটিলতায় জেলাগুলি বারবার ইতিহাসের পালাবদল ঘটিয়েছে, জেলা সীমান্তরও পরিবর্তন হয়েছে। দেশভাগের পরবর্তীকালীন পরিস্থিতি দু-পার বাংলার মানুষদের জীবনে ঘটিয়েছে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। পুরাকীর্তি অন্বেষণ করতে গিয়ে অনেক স্থানেই সাবেক প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি, কোথাও দোকানপাট, আধুনিক মার্কেট, বাজার, শপিং মল, কংক্রিটের ঘরবাড়িতে ভরে গিয়ে পুরাসম্পদ লুপ্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাদান, উপকরণ যতখানি পেয়েছি এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

পুস্তকটিতে মোট সাতটি অধ্যায় রয়েছে। বরেন্দ্র ঐতিহ্য, বরেন্দ্র চর্চাকেন্দ্র, বরেন্দ্র প্রত্ন অন্বেষণ, বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, বরেন্দ্র পুরা সংগ্রহশালা, বরেন্দ্র প্রত্ন সংগ্রহ, বরেন্দ্র অনুসন্ধানে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনেরা। প্রতিটি অধ্যায়কে আবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বরেন্দ্র অনুসন্ধানে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনেদের মোট পনেরোজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকজনের পরিচিতির সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস চর্চার নিদর্শনস্বরূপ একটি বা দুটি করে বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তকে পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধও দেওয়া হয়েছে। অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকরা এই রচনাগুলি থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন, বিশ্বাস রাখি।

এই জাতীয় পুস্তক রচনায় বিশেষ করে এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় গিয়ে অন্বেষণ ও তথ্য উপকরণ সংগ্রহের কাজ যে কতখানি কষ্টকর ভুক্তভোগী মাত্রই তা বুঝতে পারবেন। গ্রন্থটি রচনার জন্যে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্র-পত্রিকা, দিয়ে শুভার্থীরা আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কথা এখানে আর আলাদা করে তুলে ধরলাম না। প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

'বরেন্দ্রভূমি : বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধান' গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের কাছে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নতুন অনেক তথ্য উপকরণের সন্ধান দেবে, এই আশা রাখি।

ধনঞ্জয় রায়

৬ জুন, ২০০৯ সন, শনিবার
ইস্কুল পাড়া, কালিয়াগঞ্জ-৭৩৩ ১২৯
উত্তর দিনাজপুর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৫-২৯

বরেন্দ্র ঐতিহ্য ১৫

বরেন্দ্রভূমির পরিসর /১৫

বরেন্দ্রভূমির নামকরণ /১৮

বরেন্দ্র অনুসন্ধানের প্রথম সূত্রপাত / ২০

বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস চর্চার ধারা / ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩০-৩৯

বরেন্দ্র চর্চা কেন্দ্র ৩০

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজসাহি /৩০

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ /৩৯

মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ /৫৮

বগুড়া ইতিহাস গবেষণা পরিষদ /৬২

পৌণ্ড্রবর্ধন ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ /৬৪

তৃতীয় অধ্যায় ৭০-১০৩

বরেন্দ্র প্রত্ন অনুসন্ধান ৭০

পাবনা /৭০

রাজশাহি /৭৫

বগুড়া /৮০

রঙ্গপুর /৮৩

পূর্ব দিনাজপুর /৮৬

দক্ষিণ দিনাজপুর /৯০

দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ /৯৭

উত্তর দিনাজপুর /৯৯

মালদহ /১০২

চতুর্থ অধ্যায় ১০৪-১২০

বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ১০৪

প্রত্নস্থান /১০৪

মহাস্থানগড় খনন /১০৬

পাহাড়পুর খনন /১০৯

সীতাকোট বিহার খনন /১১২

মাহিসন্তোষ খনন /১১৪

জগজ্জীবনপুর খনন /১১৬

বাণগড় খনন /১১৭

পঞ্চম অধ্যায় ১২১-১৩৪
বরেন্দ্রপুরা সংগ্রহশালা ১২১
মালদহ মিউজিয়াম /১২১
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়াম /১২৩
পূর্ব দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম /১২৪
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম /১২৬
উত্তর দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম /১২৭
জেলা গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা, বালুরঘাট /১২৮
প্রাচ্যভারতী পুরা সংগ্রহশালা /১২৯
বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়াম /১৩১
কালিয়াগঞ্জ বার্তা পুরা সংগ্রহশালা /১৩৩
ইন্সটিটিউট অফ ফোক কালচার সংগ্রহশালা, মালদহ /১৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ১৩৫-১৪৩
বরেন্দ্র প্রত্ন সংগ্রহ ১৩৫
উদ্দেশ্য /১৩৫
লোকায়ত প্রেক্ষিত /১৩৮
সুরক্ষা /১৩৯
পর্যটন /১৪২
সপ্তম অধ্যাব ১৪৪-২১৬
বরেন্দ্র অনুসন্ধানে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনেরা ১৪৪
অতুল চক্রবর্তী /১৪৪
অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী /১৫৪
মেহরাব আলি /১৬৩
হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার /১৭৯
রাধামোহন মোহন্ত /১৮৩
কৃষ্ণকমল সরকার / ১৯২
উৎপল চক্রবর্তী /১৯৭
কমল বসাক /১৯৯
গোপাল সাহা /২০০
মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য / ২০২
সত্যরঞ্জন দাস /২০৪
মহম্মদ মণিরুজ্জমান /২০৬
তবিবুর রহমান /২০৭
আবদুস সামাদ /২০৮
সাইফুদ্দীন চৌধুরি /২১০

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বরেন্দ্র ঐতিহ্য

॥ বরেন্দ্রভূমির পরিসর ॥

প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধণেরই একটি সবৃহৎ অংশেব নাম বরেন্দ্রভূমি। বগুড়া ও রাজশাহি জেলার উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব এবং রঙ্গপুরের পশ্চিম অংশ স্পর্শ করে একটি পুরাভূমি অঞ্চল বিস্তীর্ণ হয়েছে। স্থানটি সুবিস্তৃত উঁচু গৈরিকভূমি এবং এই স্থানটি মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রভূমি। এর উত্তরে হিমালয়ের তরাই পর্বতসানু, যা অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমিতে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও পূর্ণিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রস্থল প্রধানত বরিন্দের অনুর্বর গৈরিকভূমির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ জুড়ে টাঙন-আত্রাই, মহানন্দা-কোশী, পদ্মা ও করতোয়ার জলবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত নবভূমি। বরেন্দ্রর পুরাভূমি রেখাটুকু ছাড়া নবভূমির বাকি সমগ্র সমতল ভূমিই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা। বরেন্দ্রীর সমৃদ্ধ জনপদগুলিই এই নদ-নদীপ্লাবিত সমতলভূমিতে অবস্থিত।[১]

খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে মিন্‌হাজউদ্দিনের 'তাবকাত্-ই-নাসিরি' নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুটি অংশের মধ্যে পশ্চিম অংশ 'রাল' নামে এবং পূর্ব অংশ 'বরিন্দ' নামে পরিচিত। পশ্চিম অংশ লখ্‌নোর এবং পূর্ব অংশ দেওকোট বিভাগের অন্তর্গত। লখ্‌নোর 'রাল' বা রাঢ় অঞ্চল, বীরভূম জেলার অধীনে এবং দিনাজপুর জেলার 'দেওকোট' বরেন্দ্রের শাসনকেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণকূল থেকে রাঢ় এবং বামকূল থেকে বরেন্দ্র বিভাগ আরম্ভ হয়েছে।[২] মুসলমান শাসন প্রবর্তন হওয়ার পূর্বকালবর্তী বরেন্দ্র মণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বাঙালির ইতিহাসের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। মহানন্দা নদীর পূর্বতীর হতে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন ভূমি ও দেবমাতৃক—ভূমি বলে পরিচিত এবং এই বিস্তৃত পরিসরের নানাস্থানে এখনও অনেক রাজদুর্গ, রাজভবন, অনেক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিস্ময় বিজড়িত ইতিহাসের তথ্য প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে।[৩] উনিশ শতকের শেষভাগে ইতিহাস গবেষকদের কাছে উন্মোচিত হয় বরেন্দ্রভূমির প্রত্ন সম্পদের বিরাট ভাণ্ডার। প্রত্নকীর্তির এই সুবিশাল পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের অধীনে রাজশাহি, বগুড়া ও দিনাজপুর

জেলায় পরিব্যাপ্ত যে ভূ-ভাগ রয়েছে, তা উত্তরে দামোদরপুর থেকে দক্ষিণে ধনাইদহ পর্যন্ত একশো মাইল দীর্ঘ এবং পশ্চিমে বাণগড় থেকে পূর্বে মহাস্থানগড় পর্যন্ত ষাট মাইল বিস্তৃত। এই সুবিশাল স্থানের সংখ্যাতীত ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে বহু মূর্তি, মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার সমগ্রী ইত্যাদি, যা সুনির্দিষ্টভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থিত করে এবং এর কেন্দ্রবিন্দুগুলি হল বরেন্দ্রভূমির অধীনে কোটিবর্ষনগর, যা বর্তমানের বাণগড়, বৈরোট্টা (বৈরহাট্টা); রামাবতী, যা বর্তমানের আমাতি বা কশবা; রাজনগর বা পাণ্ডুনগর, যা বর্তমানের রায়গঞ্জের অধীনে কসবা মহেশা এবং হেমতাবাদের অধীনে বিস্তীর্ণ হরিনারায়ণপুর এলাকা।

প্রায় তিনশো বছর আগে কবিরামের *দিগ্বিজয়* প্রকাশ-এ উল্লেখিত পদ্মানদীর পূর্ব ধারে এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিমে নানা নদ-নদী যুক্ত দেশই বরেন্দ্র নামক দেশ। বরেন্দ্র দেশটি শতার্ধযোজন বিস্তৃত ও কুশকাসাদি-সংযুক্ত। দেশটি উপবঙ্গের কাছে ও মলদের দক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে ঘর্ঘরা নামে ছোট্ট নদী নিয়ত প্রবাহিত, যেখানে ইন্দ্রের কাছে পর্বতের দর্পচূর্ণ হয়েছিল। যেখানে বহুসংখ্যক কায়স্থের বসবাস ও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করে থাকে। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের রাজত্ব, অধিবাসীদের বেশিরভাগই প্রায়শ মৎস্যাশী এবং সাধারণেরা দেবীভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত। বরেন্দ্রভূমি সম্পর্কে 'ভবিষ্য-ব্রহ্মাখণ্ড' পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পদ্মানদীর পূর্বধারে এক জলময় দেশ আছে। তা বরেন্দ্র নামে খ্যাত ও সর্বদা শস্যপূর্ণ।[৪] এইসব উদ্ধৃত বিবরণ থেকে কেউ কেউ বলেন যে, বর্তমান মালদহ, দিনাজপুরের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর অংশ, রাজশাহি, বগুড়া, পাবনা জেলার করতোয়া নদীর পশ্চিম অংশ, রঙ্গপুর, এমনকি ময়মনসিংহের কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি। এর উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পশ্চিমে মহানন্দা নদী এবং পূর্বে করতোয়া নদী।[৫]

বরেন্দ্রের পরিসর বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত পাবনা, রাজশাহি, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুরের পূর্ব অংশ এবং ভারত ইউনিয়নের অধীনে দিনাজপুরের দক্ষিণ ও উত্তর অংশ, মালদহ ইত্যাদি অঞ্চল। বরেন্দ্র বলতে অনেকে সমগ্র উত্তরবঙ্গের কথা বলেন। কিন্তু এই অভিধা সঠিক নয়। এর কারণ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার রাজ্য, বর্তমানে জেলা, বরেন্দ্রভূমির অধীনভূক্ত ছিল না। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ বরেন্দ্রভূমির অধীনে ছিল। সাবেক বালুরঘাট মহকুমা ও রায়গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বংশীহারী থানা থেকে ইটাহার থানা পর্যন্ত অঞ্চল বরেন্দ্রের বিস্তার ছিল। রায়গঞ্জ থানার পশ্চিম অংশ এবং ইসলামপুর মহকুমা অঞ্চল বরেন্দ্রভূমির মধ্যস্থিত ছিল না। মালদহ জেলার যে অংশ মহানন্দা

নদীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত সে সব অঞ্চলও বরেন্দ্রর অধীনে ছিল না। বরেন্দ্রভূমির সীমরেখা রাজশাহি, বগুড়া, রঙ্গপুর এবং পাবনা জেলার যে অংশ করতোয়া নদীর পশ্চিমে; মালদহ জেলার যে অংশ মহানন্দা নদীর উত্তর-পূর্বে এবং দিনাজপুর জেলার যে অঞ্চল দেবকোট বা বাণগড় ও তার উত্তর-দক্ষিণ অংশে অবস্থিত, সেই অঞ্চলগুলি নিয়েই বর্তমান বরেন্দ্রভূমির পরিসর।[৬]

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩; পৃষ্ঠা. ১০১-১১৫, ১১৬

[২] নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩;

[৩] গৌড়রাজমালা, রমাপ্রসাদ চন্দ, দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫; পৃষ্ঠা : ১৩, ১৪; বগুড়ার ইতিহাস, প্রভাস চন্দ্র সেন, বগুড়া ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, বগুড়া, বাংলাদেশ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৬ (পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গ)

[৪] বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ), নগেন্দ্রনাথ বসু, দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২; পৃ. ২১, ২২;

[৫] বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, নগেন্দ্র নাথ বসু, পৃষ্ঠা : ২২

[৬] ২৩ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্যাসাগর ভারত বিদ্যা-চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে লেখকের পঠিত নিবন্ধ, 'বরেন্দ্রভূমির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তির পরিচয়' এবং 'প্রত্নবস্তুর মূল্যায়ন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ', সূত্র থেকে নেওয়া।

॥ বরেন্দ্রভূমি নামকরণ ॥

পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বরেন্দ্রী অঞ্চল বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্যভূমি। সাবেক গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্ধন, একদা যে জনপদের অঙ্ক বিভূষিত করেছে, তাহাই কথিত বরেন্দ্রভূমি। বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণরা কখন যে পুণ্ড্র ভূভাগে এসেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, বোধায়ন ধর্মসূত্র, এমনকি মনুসংহিতাতেও তার নির্দিষ্টভাবে কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। পুণ্ড্রভূমির গুরুত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্যরাও নানা প্রয়োজনে সম্ভবত এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন এবং স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মহাভারতে পুণ্ড্রের উল্লেখ কোথাও কোথাও দেখা যায়। পুণ্ড্রপতি বাসুদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। পর্বতপ্রমাণ হাতির উপরে বসে যুদ্ধরত পুণ্ড্রপতিকে পরাজিত করেছিলেন ঘটোৎকচ।[১]

পুণ্ড্রবর্ধনের পর খ্রিস্টিয় দশম শতক থেকে বরেন্দ্র অথবা বারেন্দ্রী নামটি প্রচলিত হয়। 'বারেন্দ্রদ্যুতি কারিণ' নামটি পাওয়া যায় নয়শো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে একটি দক্ষিণী লেখমালায়। লিপিটিতে 'গৌড়চূড়ামণি' নামে জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধতম কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের 'জনকভু' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লেখমালায় বরেন্দ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তা ছাড়া বরেন্দ্রভূমির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় সিলিমপুর শিলালেখ, তর্পণদিঘি (১১৮০ খ্রিস্টাব্দ) এবং মাধাইনগর তাম্রলেখে (১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই তিনটি পট্টোলীতে বরেন্দ্রভূমি যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২]

ইন্দ্র পূর্বদিক ও বৃষ্টির দেবতা, পূর্বদেশ বৃষ্টিবহুল, জলময় ও নদীমাতৃক বলে সম্ভবত এই ভূভাগের নাম বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত হয়েছে। অনেকে বলেন, শূরবংশীয় অষ্টম নৃপতি বরেন্দ্র শূর রাজসাহির পশ্চিমে বরেন্দা নামক স্থানে রাজত্ব করতেন বলে স্থাননাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে পরিচিত হয়েছে। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে বরেন্দ্রীতে আদিশূরের অভ্যুদয় কাল; এই বংশের এগারো জন রাজা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অষ্টম নৃপতি বরেন্দ্র শূর এবং এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন অনু শূর। শূর বংশীয় ব্রাহ্মণেরা কাশ্মীরের কাছে দরদ দেশ, বর্তমান দার্দিস্থান হতে

গৌড়ে আসেন। এই বংশের নৃপতি লক্ষ্মী শূর বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ কালে রামপালকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সাহায্য করেন। শূরবংশের রাজকন্যা বিলাসবতীকে বিবাহ করেছিলেন সেন বংশের রাজা বিজয় সেন।[২]

বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করলে উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে বেদজ্ঞ শাস্ত্রবিদ আর্যদের এ দেশে আসা সম্ভব হতে পারে। এই ভূখণ্ডের নাম সে কারণেও বরেন্দ্রভূমি নামে নির্দিষ্ট হতে পারে। এ কথা বলা যায় যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণিভেদের যে ঐতিহ্যসম্মত বিবরণ পাওয়া যায়, তার সামাজিক মূল্য অনস্বীকার্য। একে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করা যায় না। এদেশে গোত্র প্রবর পরিচয় সমন্বিত বহু বিশিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের তৃতীয় দশক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলের রাজাদের কাছ থেকে ভূমি লাভ করেছেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী'র তাঁর রামচরিত কাব্যে বরেন্দ্রভূমির শ্রীপুণ্ড্রবর্ধনপুরের কাছে বৃহদবটু নামক স্থানের অধিবাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। খ্রিস্টিয় একাদশ শতক বা পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী পণ্ডিত কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকার ভূমিকায় নিজেকে গৌড়ের নন্দনবাসী গ্রামের বরেন্দ্র বংশের সন্তান বলে পরিচয় দিয়েছেন।

সুজলা সুফলা এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে নানা বিজেতা শক্তি এই ভূমিকে বরণ করে নিয়েছেন। পাল ও সেন আমলে এই স্থান উন্নত জনপদে পরিণত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও কুলজী পুস্তকে বরেন্দ্রের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতিতেও বরেন্দ্রের ঐতিহ্য বরাবর জেগে ছিল। পাল নৃপতি দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বাংলার কৈবর্ত নেতা দিব্বোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এই বরেন্দ্রভূমিতে। দ্বিতীয় মহীপাল ওই প্রজা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রাণ হারান। বরেন্দ্রে দিব্বোকের কৈবর্ত রাজ কায়েম হয়। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট থেকে সাতাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দিবর (বাংলাদেশ রাষ্ট্র) গ্রামে দিবরদিঘি নামে এক জলাশয়ে একচল্লিশ ফুট উঁচু ও দশ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট অষ্টকোণ প্রস্তরখণ্ড, মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ, তাঁর কীর্তিকথাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। বরেন্দ্রভূমির তাই গৌরবদীপ্ত, সমৃদ্ধময় ও বৈচিত্র্যেভরা অতীত রয়েছে।

---

[১] বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি, রমাকান্ত চক্রবর্তী, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, কলকাতা; পৃষ্ঠা : ১১

[২] গৌড়ের ইতিহাস (১ম খণ্ড), রজনীকান্ত চক্রবর্তী, এস.পি. পাবলিশার্স, মালদহ, সম্পাদিত সংস্করণ ১৯৮৩; পৃষ্ঠা : ২৬, ২৭, ৩৪; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্য কাণ্ড), নগেন্দ্র নাথ বসু; পৃষ্ঠা : ২১, ২২; বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি খণ্ড), নীহাররঞ্জন রায়; পৃষ্ঠা : ১১৬